বণিক বার্তা

2 2 AUG 2025

# গত অর্থবছরে সবজি রফতানি কমেছে ৩৮.৬৪%

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সবজি রফতানি উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। ফলে রফতানির উদ্দেশ্যে যেসব কৃষক সবজি চাষ করে আসছেন তারা বিপাকে পড়েছেন। একই সঙ্গে কমেছে এখান থেকে আসা রফতানি আয়ও। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য বলছে, দেশের সবজি রফতানি গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩৮ দশমিক ৬৪ শতাংশ কমেছে। যেখানে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সবজি রফতানি হয়েছিল প্রায় ১১ কোটি ২৪ লাখ ডলারের, সেখানে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তা কমে দাঁড়ায় প্রায় ৮ কোটি ১১ লাখ ডলারে।

বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের সবজির চাহিদা বরাবরই বেশি। তবে স্থানীয় বাজারে দাম বেড়ে যাওয়া, বিমানের কার্গো ও কনটেইনারের খরচ বৃদ্ধি এবং মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক উপাদানের উপস্থিতির কারণে সবজি রফতানি এখন নিম্নমুখী।

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিশ্বের ৪০টির বেশি দেশে বাংলাদেশ থেকে তাজা সবজি রফতানি হচ্ছে। এর পরও বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের সবজির বাজারের ব্যাপ্তি খুবই সীমিত। এর অন্যতম কারণ, দীর্ঘদিন ধরেই সবজি রফতানির সিংহভাগ যাচ্ছে ঘুরেফিরে মাত্র ছয়টি দেশে। বাকি দেশগুলো থেকে যে রফতানি আয় হচ্ছে তা তুলনামূলক খুবই নগণ্য।

বাংলাদেশ থেকে ওমানে সবজি রফতানি করেন নোয়াখালীর শাহ আলম। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে সবজি রফতানির অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। এখানকার সবজির চাহিদাও মধ্যপ্রাচ্যে অনেক বেশি। তারপরও আমরা সেভাবে সুযোগ কাজে লাগাতে পারছি না। এর মূলে রয়েছে দেশে ক্রমাগত উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি। অন্যান্য যেসব দেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্যে সবজি আসে, সেখানে উৎপাদন খরচ আমাদের তুলনায় অনেক কম। বাংলাদেশে সার, বীজ, পরিবহন, সেচ সংকটসহ নানা সমস্যার কারণে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। যে কারণে অন্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ব্যবসা করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে।'

শাহ আলম জানান, মধ্যপ্রাচ্যে সবজির ব্যবসা করেন এমন অনেক বাংলাদেশীও এখন ভারত, পাকিস্তান বা অন্যান্য দেশ থেকে সবজি আমদানি করেন। কারণ, এতে খরচ কম। তাই সবজি রফতানিতে ভালো করতে হলে বাংলাদেশকে উৎপাদন খরচ কমানোর দিকে নজর দিতে হবে বলে মনে করেন তিনি।

ইপিবির তথ্যে দেখা যায়, বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি সবজি রফতানি হওয়া ছয়টি দেশ হচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, কাতার, যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব ও কুয়েত। এর বাইরে ইতালি, সিঙ্গাপুর, বাহরাইন, সুইডেন, কানাডা, জার্মানির মতো অন্যান্য ৩৫টির বেশি দেশে যায় মোট সবজি রফতানির মাত্র ২০ শতাংশ।

বাংলাদেশ থেকে সবজিজাতীয় ফসলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রফতানি হয় আলু। কিন্তু চীন, ভারত, রাশিয়ার মতো আলু উৎপাদনকারী দেশ কম মূল্যে আলু রফতানি করায় পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ। অথচ ২০১৫-১৬ সালের দিকে বাংলাদেশ বিশ্ববাজারে আলু রফতানিতে শীর্ষ তালিকায় ছিল। এছাড়া মিষ্টি কুমড়া, বাঁধাকপি, ফুলকপি, টমেটো, শিম, বেগুন, কাঁকরোল, পটোল, মুখীকচু, লাউ, চাইনিজ ক্যাবেজসহ বিভিন্ন সবজি ও শাক রফতানি হয় বাংলাদেশ থেকে।

রফতানিকারকরা বলছেন, দেশীয় বাজার থেকে ১০-১৫ টাকা বেশি দরে সবজি কিনতে হয় তাদের। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় হিমায়িত সবজির চাহিদা থাকলেও বিমানের কার্গো খরচ ও রেফার কনটেইনারের ভাড়া বৃদ্ধির কারণে সবজি ও ফল রফতানি কমিয়ে দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

এছাড়া প্রতিযোগী দেশগুলো যেখানে অর্গানিক শাক-সবজি ও ফল রফতানি করছে, সেখানে আমাদের উৎপাদিত পণ্যে মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক উপাদানের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। অথচ বিদেশীরা রাসায়নিকযুক্ত এসব সবজি ও ফল আমদানিতে আগ্রহী নন।

ব্যবসায়ীরা জানান, ফল ও সবজি রফতানি একটি সম্ভাবনাময় খাত। কিন্তু গত অর্থবছরে ২০ বারের বেশি কার্গোবাহী বিমানের ভাড়া বাড়ানো হয়েছে। ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাসহ বিভিন্ন দেশে এক কেজি আলুর জন্য ভাড়া গুনতে হয় প্রায় ৭০০ টাকা, যেখানে ভারতের ব্যবসায়ীরা বিমান ভাড়া দেন মাত্র ২৫০ টাকা। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশী রফতানিকারকরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন। অন্তত ৭০ শতাংশ ব্যবসায়ী সবজি রফতানি থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন। তারা বলছেন, বিমানে করে সবজি না পাঠিয়ে সমুদ্রপথে রেফার কনটেইনারের মাধ্যমে পচনশীল ফল, শাক-সবজি পাঠানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে যে কনটেইনারের ভাড়া ১ থেকে দেড় হাজার ডলার ছিল, সেটা বেড়ে ৫-৬ হাজার ডলারে দাঁড়িয়েছে। কৃষকের কাছ থেকে বেশি দামে কিনে অতিরিক্ত পরিবহন খরচ দিলে সবজি ও ফল রফতানিতে লোকসান আরো বাড়ছে।

ফসলি জমি কমলেও গত কয়েক বছরে দেশে বিভিন্ন ধরনের সবজির চাষ ও উৎপাদন বেড়েছে। একসময় দেশের নির্দিষ্ট কিছু জেলায় মৌসুমভিত্তিক সবজির চাষ হতো। এখন প্রায় সারা দেশেই পুরো বছর সবজি উৎপাদন হয়। এখন ৬০ ধরনের ২০০ জাতের সবজি ফলান বাংলাদেশের কৃষকরা। জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থার তথ্য অনুসারে, সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষ পাঁচটি দেশের মধ্যে রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকাসহ অনেক দেশেই যায় বাংলাদেশের সবজি। তবে যুদ্ধ ও জ্বালানির প্রতিকূলতায় অন্য অনেক পণ্যের মতো সবজির রফতানিও গতি হারিয়েছে। রফতানির লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত রফতানির মধ্যে ব্যবধান বাড়ছেই।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।

প্রথম আলো

2 2 AUG 2025

# ইইউর বাজারে চীনের সঙ্গে পেরে উঠছে না বাংলাদেশ

## তৈরি পোশাক রপ্তানি

মার্কিন বাজারে পাল্টা শুল্কের কারণে বিপদে পড়েছে চীন। বাজার ধরতে ইইউর দিকে ঝুঁকছেন দেশটির উদ্যোক্তারা।

**নিজস্ব প্রতিবেদক,** *ঢাকা*

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে চলতি বছর কাছাকাছি অবস্থানে ছিল চীন ও বাংলাদেশ। প্রথম চার মাসে বাংলাদেশের চেয়ে চীন ৩৮ কোটি ইউরোর তৈরি পোশাক বেশি রপ্তানি করে। জুন শেষে সেই ব্যবধান বেড়ে হয়েছে ৯৭ কোটি ইউরো। শুধু তা-ই নয়, প্রবৃদ্ধিতেও বাংলাদেশকে পেছনে ফেলেছে চীন।

একাধিক রপ্তানিকারক জানান, যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানিতে পাল্টা শুল্ক আরোপের পর থেকেই দেশটিতে চীনের তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ধস নামে। তখন ব্যবসা টেকাতে চীনারা ইইউর বাজারের ক্রয়াদেশ নিতে আগ্রাসী হয়। তারা ক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে আগের চেয়ে কম দাম অফার করতে শুরু করে। এতে বাজারটিতে প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছেন বাংলাদেশি উদ্যোক্তারা।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার ইইউ। বাংলাদেশের মোট পোশাক রপ্তানির অর্ধেকের গন্তব্য হচ্ছে ইইউভুক্ত দেশগুলো। এই বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষ দুই অবস্থানে রয়েছে চীন ও বাংলাদেশ। পরের অবস্থানে রয়েছে তুরস্ক, ভারত ও ভিয়েতনাম।

ইউরোস্ট্যাটের তথ্যানুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি-জুন পর্যন্ত ছয় মাসে ইইউর দেশগুলো ৪ হাজার ৩৩৯ কোটি ইউরোর তৈরি পোশাক আমদানি করেছে। এই আমদানি গত বছরের প্রথম ছয় মাসের তুলনায় ১২ দশমিক ৩০ শতাংশ বেশি।

ইইউর বাজারে চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে চীন ১ হাজার ১২৬ কোটি ইউরোর তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। গত বছরের একই সময়ে তাদের রপ্তানি ছিল ৯২০ কেটি ইউরো। তার মানে চলতি বছরের প্রথমার্ধে চীনের রপ্তানি বেড়েছে ২২ দশমিক ৩০ শতাংশ।

এই বাজারে চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ১৭ দশমিক ৯০ শতাংশ বেশি। এই সময়ে রপ্তানি হয়েছে ১ হাজার ২৯ কোটি ইউরোর পোশাক। গত বছরের প্রথম ছয় মাসে বাংলাদেশ রপ্তানি করেছিল ৮৭২ কোটি ইউরোর পোশাক।

ইউরোস্ট্যাটের তথ্যানুযায়ী, ইইউর বাজারে গত জানুয়ারি-জুন সময়ে ভিয়েতনাম রপ্তানি করেছে ২০২ কোটি ইউরোর তৈরি পোশাক। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭ দশমিক ৩০ শতাংশ বেশি। গত বছরের প্রথমার্ধে ভিয়েতনাম রপ্তানি করেছিল ১৭৩ কোটি ইউরোর তৈরি পোশাক।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত ২ এপ্রিল বিভিন্ন দেশের ওপর পাল্টা শুল্ক আরোপ করেন। পরে সেটি দুই দফায় ১২০ দিন পিছিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ৭ আগস্ট ভিয়েতনামের পণ্যে ২০ শতাংশ, বাংলাদেশের পণ্যে ২০, ভারতের পণ্যে ২৫ (এ মাসেই বেড়ে হবে ৫০ শতাংশ), ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া ও পাকিস্তানের পণ্যে ১৯ এবং কোরিয়ার পণ্যে ১৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক কার্যকর হয়েছে। চীনা পণ্যে ৩০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক রয়েছে। এই উচ্চ শুল্ক কার্যকরের পর থেকে বাংলাদেশের কারখানাগুলোতে তৈরি পোশাকের বাড়তি ক্রয়াদেশ দিতে দর-কষাকষি করছে অনেক মার্কিন ক্রেতা প্রতিষ্ঠান। ভারত ও চীন থেকে ক্রয়াদেশ সরিয়ে আনতে চাইছেন ক্রেতারা।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'ইউরোপ আমাদের তৈরি পোশাকের বড় বাজার। যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্কের কারণে ইইউর বাজারে নিজেদের বাজার হিস্যা বাড়াতে চাইছেন চীনা উদ্যোক্তারা। তাতে আমরা কিছুটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ব সত্য। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে যদি আমাদের তৈরি পোশাক রপ্তানি বাড়ে, তাহলে ইইউতে খুব বেশি প্রবৃদ্ধি না হলেও আমরা এগিয়ে যেতে পারব।'

22 AUG 2025

# বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য উত্তেজ

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক

**বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্যিক সম্পর্ক সব সময় মসৃণ ছিল না। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এর অবনতি এক গুরুতর উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সহযোগিতার জায়গা ক্রমে প্রতিযোগিতা ও বিদ্বেষে পরিণত হচ্ছে। বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য উত্তেজনার অর্থনৈতিক, কূটনীতিক ও আঞ্চলিক প্রভাব কী, তা নিয়ে লিখেছেন গোলাম রসুল**

ভারত বাংলাদেশের পাটপণ্য স্থলপথে রপ্তানির ওপর সম্প্রতি নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। ভারতের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বাংলাদেশ থেকে পাট ও পাটজাত পণ্য কোনো স্থলবন্দর দিয়ে ভারতে প্রবেশ করতে পারবে না। এসব পণ্য এখন শুধু মহারাষ্ট্রের নাভা শেভা সমুদ্রবন্দর দিয়ে আমদানি করা যাবে।

গত কয়েক মাসে ভারত কয়েক দফায় বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানিতে নতুন নতুন অশুল্ক বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। ৯ এপ্রিল কলকাতা বিমানবন্দর ব্যবহার করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়। ১৭ মে স্থলবন্দর দিয়ে তৈরি পোশাক, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, প্লাস্টিক, কাঠের আসবাব, সুতা ও সুতার উপজাত, ফল, কোমল পানীয়সহ কয়েকটি পণ্যের আমদানিতে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়।

২৭ জুন ৯টি পণ্যের ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা জারি করে, যার মধ্যে বোনা কাপড়, কাঁচা পাট, পাটের রোল, পাটের সুতা এবং বিশেষ ধরনের কাপড় অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশও স্থলবন্দর ব্যবহার করে ভারত থেকে সুতা আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

বাংলাদেশের পাটপণ্যের জন্য ভারতের বাজার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দীর্ঘদিন ধরে একটি প্রধান রপ্তানি গন্তব্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ পাট ও পাটজাত পণ্য ভারতে রপ্তানি করে মোট আয় করেছে ৮৫৫ দশমিক ২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা দেশের পাট খাতের মোট রপ্তানির একটি বড় অংশ।

ভারতের বাজারে পাটপণ্যের রপ্তানির একটি বড় অংশই স্থলবন্দর দিয়ে সম্পন্ন হয়, বিশেষ করে বেনাপোল, বুড়িমারী, হিলি ও সোনামসজিদ সীমান্ত দিয়ে। ভারতের সাম্প্রতিক নিষেধাজ্ঞা, যেখানে এসব পণ্য শুধু নাভা শেভা সমুদ্রবন্দর দিয়ে প্রবেশের অনুমতি পাচ্ছে, তা বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের জন্য উদ্বেগ তৈরি করেছে। বাংলাদেশও স্থলবন্দরের মাধ্যমে ভারত থেকে সুতা আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

২.

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে রয়েছে চার হাজার কিলোমিটারের বেশি দীর্ঘ সীমান্ত, যা শতাব্দীপ্রাচীন ইতিহাস, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ভাষাগত যোগসূত্রে গভীরভাবে আবদ্ধ। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ভারত শুধু রাজনৈতিক মিত্র হিসেবে নয়, বরং অর্থনৈতিক সহযোগিতার অন্যতম প্রধান অংশীদার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

গত দুই দশকে এই সম্পর্ক রাজনৈতিক সহায়তার গণ্ডি পেরিয়ে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, সংযোগ অবকাঠামো এবং জ্বালানি সহযোগিতার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমানে ভারত বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্য অংশীদার এবং বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্যিক সম্পর্ক যদিও সব সময় মসৃণ ছিল না। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এর অবনতি এক গুরুতর উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সহযোগিতার জায়গা ক্রমে প্রতিযোগিতা ও বিদ্বেষে পরিণত হচ্ছে।

বাণিজ্য কেবল অর্থনৈতিক বিনিময় নয়; এটি কূটনৈতিক আস্থা ও পারস্পরিক সম্পর্কেরও প্রতিফলন। ফলে বাণিজ্যে টানাপোড়েন দেখা দিলে তা দুই দেশের আস্থা, সহযোগিতা এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার ওপর সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যখন বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিবেশ ট্রাম্পের রেসিপ্রোক্যাল ট্যারিফ নীতির কারণে অনিশ্চয়তায় ভুগছে, তখন দক্ষিণ এশিয়ায় পারস্পরিক সহযোগিতা আরও জরুরি হয়ে উঠেছে।

এই প্রেক্ষাপটে ভারতের একতরফা অশুল্ক বাধা বাংলাদেশের সঙ্গে আস্থার সম্পর্ককে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। এই কারণেই বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা জরুরি—কারণ উত্তেজনা অব্যাহত থাকলে কেবল দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক নয়, বৃহত্তর আঞ্চলিক সহযোগিতা ও সংযোগের ভবিষ্যৎও মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

৩.

বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য উত্তেজনা ভবিষ্যতে সম্ভাব্যভাবে বহুমাত্রিক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে, যার মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। পাট, যাকে একসময় 'সোনালি আঁশ' বলা হতো, বাংলাদেশের কৃষি ও শিল্প ঐতিহ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে।

বাংলাদেশের আবহাওয়া পাট চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। বাংলাদেশ পাট উৎপাদনে ভারতের পর বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ হলেও কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্যের ক্ষেত্রে বিশ্বের সর্ববৃহৎ রপ্তানিকারক। হাজার হাজার কৃষক ও শ্রমিক পাট উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে যুক্ত।



১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলাদেশের পাট খাত ছিল এককভাবে সর্ববৃহৎ রপ্তানি আয়কারী খাত। রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে এর অংশ ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে (১৯৭০-এর দশকের শুরুতে প্রায় ৯০ শতাংশ থেকে আজ প্রায় ৩ শতাংশে নেমে এসেছে) এবং এর স্থান দখল করেছে প্রধানত তৈরি পোশাক খাত। তবু পাট তৈরি পোশাকের পর দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের উৎস হিসেবে রয়ে গেছে, যা মোট রপ্তানি মূল্যের প্রায় ৩ শতাংশ এবং মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ১ শতাংশ প্রদান করে।

ভারত বাংলাদেশের পাট ও পাটজাত পণ্যের সর্ববৃহৎ রপ্তানি বাজার। বাংলাদেশ থেকে ভারতে রপ্তানি করা পাটজাত পণ্যের ৯৯ শতাংশ স্থলবন্দর দিয়ে যেত। ভারতের স্থলবন্দর দিয়ে পাটজাত পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা পরিবহন খরচ ও সময় বৃদ্ধি করবে।

পরিবহন সময় দুই-তিন দিনের পরিবর্তে ছয়-আট সপ্তাহ পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে, যা ভারতে রপ্তানিকে আরও কঠিন করে তুলবে। স্থলবন্দর বন্ধ হওয়ায় রপ্তানিকারকদের নতুন রুট ও লজিস্টিকস খুঁজে বের করতে হবে, যা ব্যবসায়িক অনিশ্চয়তা বাড়াবে।

তাই ভারতের সাম্প্রতিক বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা বাংলাদেশের পাট রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে এবং এই খাতের সঙ্গে যুক্ত কৃষক, শ্রমিক ও রপ্তানিকারকদের জন্য তা নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করবে। অধিকন্তু ভারতের সাম্প্রতিক বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা দুই দেশের মধ্যে পণ্যপ্রবাহে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পা
দশকে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.

বাংলাদেশ-ভারতের দ্বিপক্ষীয় স
কূটনৈতিক নয়, বরং সময়ের স
সহযোগিতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্ত
বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বা
সূচনা হয় ১৯৭২ সালে একটি দ্বিপ
মাধ্যমে। এর পর থেকে এই সম্পর্
হয়েছে এবং সময়ের সঙ্গে আরও

২০১৫ সালের বাণিজ্যচুক্তি
হাট, ট্রানজিট সুবিধা এবং বন্দর
সুবিধা যুক্ত হয়। ২০১৭ সালে সী
জন্য একটি সমঝোতা স্মারক
পাশাপাশি নৌপথ, রেলপথ এবং
বৃদ্ধির জন্য একাধিক চুক্তি স্
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সহ
দ্বিপক্ষীয় একাধিক চুক্তি ও সম
আঞ্চলিক সংযোগ ও যোগাযো
উন্নয়নে সহায়ক।

দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর বাণি
অংশ হিসেবে বাংলাদেশ-ভারত এ
ট্রানজিট ও বাণিজ্য সম্প্রসারণ
নিচ্ছে। এসব পদক্ষেপ দুই দে
সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করে
সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচ

বাণিজ্য সহযোগিতার পাশাপা
গঙ্গা পানিচুক্তি এবং ২০১৫ স
চুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষী
বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে পা
পুনর্গঠনের পথ সুগম করেছে। ২

প্রথম আলো

# ...জ্য উত্তেজনার কী প্রভাব পড়ছে

- গত কয়েক মাসে ভারত কয়েক দফায় বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানিতে নতুন নতুন অশুল্ক বিধিনিষেধ আরোপ করেছে।
- সংকট প্রশমিত না হয়ে আস্থা আরও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং দুই দেশের জনগণের মধ্যে নেতিবাচক মনোভাব জন্ম নিচ্ছে।
- বাংলাদেশ যেমন ভারতের বাজার, কাঁচামাল ও আঞ্চলিক সংযোগে নির্ভরশীল, তেমনি ভারতও বাংলাদেশের ওপর নির্ভরশীল।

...ণ্যের ক্ষেত্রে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ...র হাজার কৃষক ও শ্রমিক পাট ...াতকরণ শিল্পে যুক্ত।
...শকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ...খাত ছিল এককভাবে সর্ববৃহৎ ...ত। রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে এর ... হ্রাস পেয়েছে (১৯৭০-এর ...৯০ শতাংশ থেকে আজ প্রায় ...এসেছে) এবং এর স্থান দখল ...র পোশাক খাত। তবু পাট তৈরি ...র দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা ...বে রয়ে গেছে, যা মোট রপ্তানি ...শতাংশ এবং মোট দেশজ ...তাংশ প্রদান করে।
...শের পাট ও পাটজাত পণ্যের ...ার। বাংলাদেশ থেকে ভারতে ...পণ্যের ৯৯ শতাংশ স্থলবন্দর ...র স্থলবন্দর দিয়ে পাটজাত ...ষেধাজ্ঞা পরিবহন খরচ ও সময়

...দুই-তিন দিনের পরিবর্তে ছয়-...দীর্ঘ হতে পারে, যা ভারতে ...ঠিন করে তুলবে। স্থলবন্দর ...নিকারকদের নতুন রুট ও ...ার করতে হবে, যা ব্যবসায়িক

...াম্প্রতিক বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা ...ও রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য ... এই খাতের সঙ্গে যুক্ত কৃষক, ...রকদের জন্য তা নেতিবাচক ... অধিকন্তু ভারতের সাম্প্রতিক ...া দুই দেশের মধ্যে পণ্যপ্রবাহে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, যা গত কয়েক দশকে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.

বাংলাদেশ-ভারতের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ভিত্তি শুধু কূটনৈতিক নয়, বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যিক সহযোগিতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের সূচনা হয় ১৯৭২ সালে একটি দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে। এর পর থেকে এই সম্পর্ক ধাপে ধাপে বিস্তৃত হয়েছে এবং সময়ের সঙ্গে আরও গভীর হয়েছে।

২০১৫ সালের বাণিজ্যচুক্তির মাধ্যমে সীমান্ত হাট, ট্রানজিট সুবিধা এবং বন্দর ব্যবহারের নতুন সুবিধা যুক্ত হয়। ২০১৭ সালে সীমান্ত হাট স্থাপনের জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। পাশাপাশি নৌপথ, রেলপথ এবং সড়কপথে সংযোগ বৃদ্ধির জন্য একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সহযোগিতা বাড়াতে দ্বিপক্ষীয় একাধিক চুক্তি ও সমঝোতা হয়েছে, যা আঞ্চলিক সংযোগ ও যোগাযোগ এবং টেকসই উন্নয়নে সহায়ক।

দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর বাণিজ্যিক সংযোগের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ-ভারত একাধিক আঞ্চলিক ট্রানজিট ও বাণিজ্য সম্প্রসারণ উদ্যোগে অংশ নিচ্ছে। এসব পদক্ষেপ দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করেছে এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

বাণিজ্য সহযোগিতার পাশাপাশি ১৯৯৬ সালের গঙ্গা পানিচুক্তি এবং ২০১৫ সালের স্থলসীমান্ত চুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় উদ্যোগসমূহ বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা পুনর্গঠনের পথ সুগম করেছে। ২০০০ সালের পর ভারত একতরফাভাবে দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্যচুক্তির আওতায় বাংলাদেশকে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার প্রদান করলে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে নতুন গতি আসে।

২০১১-২০১৫ সালের মধ্যে ভারত ৬১টি বাংলাদেশি পণ্যে শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার দেয়, যার মধ্যে ৪৬টি তৈরি পোশাক পণ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাংলাদেশ বর্তমানে ভারতের ডিউটি ফ্রি ট্যারিফ প্রেফারেন্স (ডিএফটিপি) স্কিম উপভোগ করছে। এই ইতিবাচক অগ্রগতিই পরবর্তী সময়ে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য, সংযোগ ও কৌশলগত অংশীদারত্বের ভিত্তি তৈরি করে।

এই সহযোগিতার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ-ভারত জ্বালানি সহযোগিতা দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে জ্বালানি সহযোগিতা গত এক দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে।

২০১৩ সালে দুই দেশের বিদ্যুৎ গ্রিড সংযুক্ত হওয়ার পর বাংলাদেশ ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি শুরু করে, যার মধ্যে রয়েছে আদানি গ্রুপের ঝাড়খন্ড প্ল্যান্ট (১,৪৯৬ মেগাওয়াট), বহরমপুর (১,০০০ মেগাওয়াট) এবং ত্রিপুরা (১৬০ মেগাওয়াট) বিদ্যুৎকেন্দ্র। এ ছাড়া খুলনায় নির্মিত ১,৩২০ মেগাওয়াটের রামপাল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রটি বাংলাদেশ-ভারতের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে নেপাল থেকে ৪০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ বাংলাদেশে রপ্তানি শুরু হয়েছে ভারতের বিদ্যুৎ গ্রিড ব্যবহার করে। এই উদ্যোগ দক্ষিণ এশিয়ায় আন্তদেশীয় বিদ্যুৎ বাণিজ্যের প্রথম সফল উদাহরণ, যা আঞ্চলিক সংযোগ ও সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ যদিও চলমান, এই ধরনের উদ্যোগগুলো দক্ষিণ এশিয়ায় টেকসই জ্বালানি নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক আন্তনির্ভরশীলতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৫.

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক এখন এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে। গত দুই দশকে বাণিজ্য, সংযোগ, জ্বালানি ও বিনিয়োগে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তন, একতরফা নিষেধাজ্ঞা ও লজিস্টিক জটিলতা সম্পর্কে সংকট তৈরি করেছে। অথচ এই সম্পর্কের ভিত্তি কেবল অর্থনীতি নয়—নিরাপত্তা, সংস্কৃতি, পর্যটন ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার সঙ্গেও গভীরভাবে জড়িত।

বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে যখন ট্রাম্পের রেসিপ্রোক্যাল ট্যারিফ নীতির কারণে অনিশ্চয়তা ও চাপ বাড়ছে, তখন দক্ষিণ এশিয়ায় সহযোগিতা জোরদার করা জরুরি। ঠিক সেই সময়ে ভারতের একতরফা অশুল্ক বাধা আরোপ কেবল কূটনৈতিকভাবে অযৌক্তিক নয়, বরং আঞ্চলিক ঐক্যের পরিপন্থী।

এতে সংকট প্রশমিত না হয়ে আস্থা আরও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং দুই দেশের জনগণের মধ্যে নেতিবাচক মনোভাব জন্ম নিচ্ছে। ফলে ভারতের 'নেইবারহুড ফার্স্ট' নীতির কার্যকারিতা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।

বাংলাদেশও পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে স্থলবন্দর দিয়ে ভারতের সুতা আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, তবে বৃহৎ অর্থনীতি ও প্রভাবশালী দেশ হিসেবে ভারতের দায়িত্ব অনেক বেশি।

কারণ, বাংলাদেশ যেমন ভারতের বাজার, কাঁচামাল ও আঞ্চলিক সংযোগে নির্ভরশীল, তেমনি ভারতও বাংলাদেশের ওপর নির্ভরশীল—বাজার সম্প্রসারণ, কৌশলগত যোগাযোগ এবং আঞ্চলিক শান্তি-স্থিতিশীলতার জন্য।

প্রতিবেশীর সঙ্গে কিছু টানাপোড়েন থাকবেই। কিন্তু টেকসই সম্পর্ক গড়ে তুলতে হলে কেবল কঠিন বাণিজ্যনীতি যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন কূটনীতি, মানবিকতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আস্থা। যদি বাংলাদেশ ও ভারত আস্থাভিত্তিক ও পারস্পরিক লাভজনক সহযোগিতার পথ বেছে নেয়, তবে এই সম্পর্ক সমগ্র অঞ্চলের অগ্রগতির এক উজ্জ্বল মডেল হয়ে উঠতে পারে।

● **গোলাম রসুল** অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস, অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি, ঢাকা।
ই-মেইল : golam.grasul@gmail.com

*মতামত লেখকের নিজস্ব

The Business Standard
22 AUG 2025

# AI push lifts outsourcing exports near $1b already in first half

TECHNOLOGY – BANGLADESH

SAJJADUR RAHMAN

Fewer people, less time, better output.

This is how the rapid adoption of artificial intelligence (AI) is transforming Bangladesh's IT, IT-enabled services (ITES), business process outsourcing (BPO) industry and individual freelancers.

AI tools are enhancing both the technical and English proficiency of the country's young workforce, narrowing the long-standing skills gap with global competitors. They are driving faster automation and opening the door to more sophisticated, higher-value opportunities.

The payoff is already visible. Bangladesh's outsourcing earnings surged to $900 million in the first half of 2025, surpassing the $850 million earned in the whole of 2024, according to Tanvir Ibrahim, president of the Bangladesh Association of Contact Center and Outsourcing (Bacco).

"AI is a blessing to minimise our skill gap with other countries. Our work orders have increased," Tanvir told The Business Standard.

Consider medical transcription. It once took a decade to train 1,000 skilled professionals, but with AI, the industry can now prepare 1,000 per year.

Even computer science graduates in Bangladesh often lack the technical depth required for global outsourcing.

"Let's not even talk about coding. But they desperately want jobs," added Tanvir, who also serves as country director of Automation Solutionz Bangladesh. "Now 75% of our coding tasks are done by AI and the rest by humans. It saves time and money."

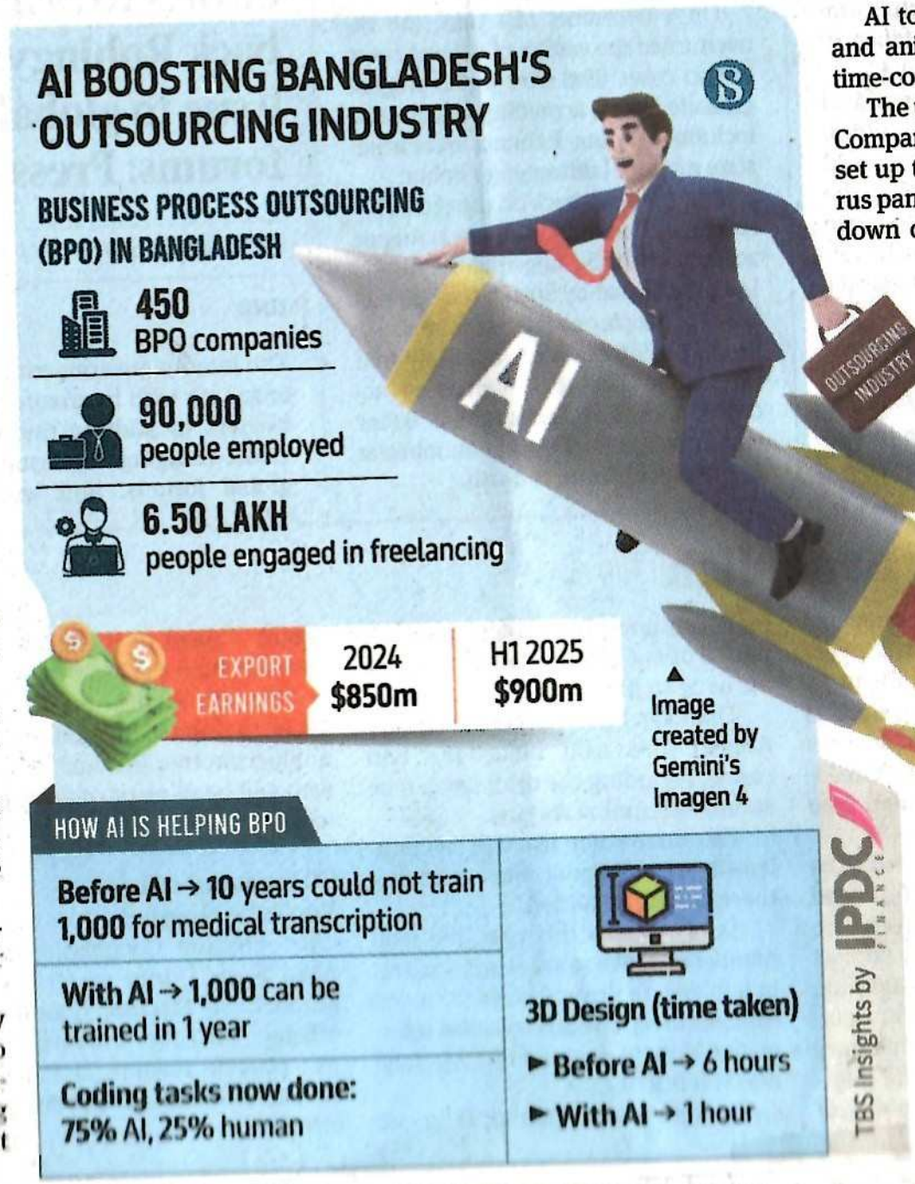


▲ Image created by Gemini's Imagen 4

AI tools are also cutting costs in video editing and animation, which were once expensive and time-consuming.

The transformation is equally visible at the Kow Company. Its co-founder, Kowser Ahmed, had just set up the firm in March 2020 when the coronavirus pandemic hit. Instead of retreating, he doubled down on AI, hiring engineers to build AI-driven imaging solutions.

That gamble is paying off. Today, 30–40% of the company's imaging work is AI-powered. A 3D design that once took six hours is now finished in just one. "Before AI, the work we did with 100 people is now done by 25–30," Kowser told The Business Standard.

The Kow Company, which produces images and videos for e-commerce, retail, apparel, automotive, food and real estate firms, has since emerged as one of Bangladesh's fastest-growing outsourcing firms. Nearly 600 people now work there, while exports grew by over 20% in FY2024-25. This year, they are projected to grow as high as 35%.

Rashed Noman, CEO of Augmedix BD Ltd, said the outsourcing market is expanding rapidly thanks to AI tools that deliver higher efficiency and better quality.

"We are receiving more work orders, and the volume will continue to rise in the coming days," Rashed told TBS. I SEE PAGE 2 COL 1

To meet the additional demand, joining every month," he noted.

He also pointed out that Bangla-

Data entry and virtual assistance have long been the entry point for

charge between $20 and $100 a month, an expense that is steep for

"AI is a blessing to minimise our skill gap with other countries. Our work orders have increased," Tanvir told The Business Standard.

Consider medical transcription. It once took a decade to train 1,000 skilled professionals, but with AI, the industry can now prepare 1,000 per year.

Even computer science graduates in Bangladesh often lack the technical depth required for global outsourcing.

"Let's not even talk about coding. But they desperately want jobs," added Tanvir, who also serves as country director of Automation Solutionz Bangladesh. "Now 75% of our coding tasks are done by AI and the rest by humans. It saves time and money."

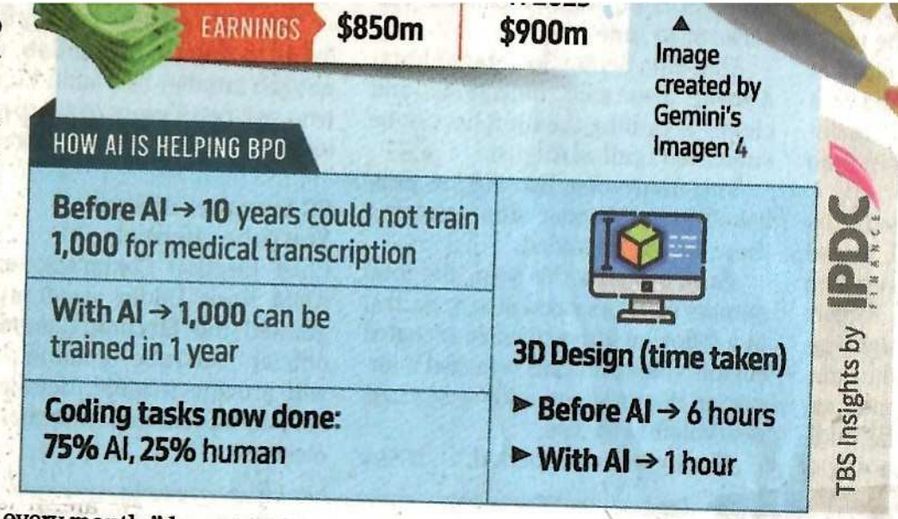

▲ Image created by Gemini's Imagen 4

To meet the additional demand, Augmedix hired 40 data analysts in July alone, he said.

Augmedix, now a leading Bangladeshi outsourcing company with 1,300 people and monthly orders worth over $1 million, recalls its early days when medical transcription was entirely manual.

"We had to type extensively and then review for accuracy. It took a lot of time and manpower. Life is easier now because we've developed our own AI tools," he said. "This allows us to serve more customers."

## Bangladesh's earnings from BPO still peanuts

Bangladesh's export earnings from BPO and ITES are set to cross $1 billion for the first time this year. But the figure remains negligible compared to regional giants India and the Philippines.

India, a global outsourcing powerhouse with strong dominance in IT and related services, earned nearly $200 billion from outsourcing exports last year. The Philippines, meanwhile, generated around $75 billion from BPO, business process management (BPM) and ITES exports.

Bacco President Tanvir said the country's outsourcing income will continue to grow as new firms enter the sector. "Some 15 companies are joining every month," he noted.

He also pointed out that Bangladesh's actual earnings are at least double the reported figure since a significant portion of proceeds never enters the country through formal channels.

Augmedix CEO Rashed said Bangladesh has a strong opportunity to tap into the outsourcing boom, but success depends on skilled manpower.

"Our students must upgrade themselves and gain deeper knowledge in technology and data," he said.

According to Bacco, there are approximately 450 BPO companies in the country, employing around 90,000 people. Approximately 650,000 more are engaged in freelancing.

## Freelancers moving up the value chain

Individual freelancers, who once survived on low-skill and low-paying tasks, are now riding on artificial intelligence to move up the value chain – boosting productivity, improving quality, and shifting towards better-paid work.

Take Saiful Islam, a Dhaka-based freelancer. For the past five years, he has been doing data entry jobs for overseas clients. With AI tools at his disposal, Saiful no longer just enters data – he analyses market information to identify emerging trends and in-demand skills.

Data entry and virtual assistance have long been the entry point for many Bangladeshi freelancers, involving routine tasks like data collection, spreadsheet management, and administrative support. But now, with AI, the scope is widening.

Bangladeshi freelancers are increasingly sought after for designing logos, websites, banners, and social media graphics.

Many have moved into more complex areas such as video editing, motion graphics, and even 3D modelling. Content writing is another big area – ranging from blogs, copywriting, and translation to proofreading and editing.

Ashik Mahmud, who left journalism a few years ago to freelance full-time, now works on due diligence assignments for clients looking to invest in Bangladesh, alongside content writing.

"I found AI very helpful. I check grammar and fine-tune my content with it," he told The Business Standard on Wednesday.

## Challenges of AI adoption

While AI has unlocked new opportunities, many Bangladeshi freelancers still struggle to fully benefit from the technology.

The high cost of advanced tools remains a major barrier. Platforms such as ChatGPT, Adobe Firefly or professional video-editing suites charge between $20 and $100 a month, an expense that is steep for freelancers with irregular incomes.

Many therefore rely on free or trial versions, which limit functionality and raise security risks.

Another concern is changing client expectations. Overseas employers often assume that AI can deliver instant results at lower costs. Freelancers say this perception overlooks the value of human judgement and creativity.

"Clients now ask why I charge $50 for a task when an AI tool can generate a draft in minutes. But they forget I spend hours refining, fact-checking and making it usable," said one Dhaka-based freelancer.

Digital literacy is another factor. While younger freelancers are quick to adopt new tools, a large share of Bangladesh's freelance workforce struggles with cloud-based workflows, advanced software and prompt engineering skills required to get the most out of AI.

Despite these obstacles, industry leaders say Bangladesh's BPO and freelance sector is only at the start of its AI-driven transformation.

With global demand for data analytics, healthcare support, creative design and multilingual content services on the rise, Bangladeshi firms see the chance to expand into more specialised and higher-value niches.

e-commerce, retail, apparel, automotive, food and real estate firms, has since emerged as one of Bangladesh's fastest-growing outsourcing firms. Nearly 600 people now work there, while exports grew by over 20% in FY2024-25. This year, they are projected to grow as high as 35%.

Rashed Noman, CEO of Augmedix BD Ltd, said the outsourcing market is expanding rapidly thanks to AI tools that deliver higher efficiency and better quality.

"We are receiving more work orders, and the volume will continue to rise in the coming days," Rashed told TBS. I SEE PAGE 2 COL 1

The Daily Star

22 AUG 2025

# Bangladesh, Pakistan to form commission on trade, investment

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh and Pakistan have agreed to establish a new joint trade and investment commission to boost bilateral trade, Commerce Adviser Sk Bashir Uddin said yesterday.

The two sides will also revitalise the existing Joint Economic Commission (JEC), which has remained inactive for the past decade and a half, to enhance cooperation in trade, investment, and economic exchanges, he told reporters after a meeting with visiting Pakistani Commerce Minister Jam Kamal Khan at the commerce ministry in Dhaka.

During the talks, Bashir urged Pakistan to withdraw the anti-dumping duty it has imposed on Bangladesh's hydrogen peroxide exports.

He also sought duty-free access for one crore kilogrammes of Bangladeshi tea, a facility that had previously existed. In addition, he called for Pakistani cooperation in Bangladesh's leather and sugar industries.

The adviser noted that Bangladesh imports around $80 billion worth of goods annually, of which $15 billion goes to food items. Pakistan, he said, could be a reliable source to meet part of this demand.

Replying to a query from journalists regarding the import of goods from Pakistan, the adviser said that Bangladesh considers "almost all countries," including the USA and India, as potential suppliers.

Trade between the two countries is heavily tilted towards Pakistan, as Bangladesh imports industrial raw materials, rice, and intermediary goods for industrial use.

Bangladesh has scope to import stones and mineral resources from Pakistan.

Commerce Secretary Mahbubur Rahman added that both countries are now "engaging to ease trade and commerce" after years of limited progress.

Both Bangladesh and Pakistan may finalise some memorandums of understanding on trade and investment over the next three days during the stay of the Pakistani commerce minister in Dhaka.

Khan arrived in Dhaka yesterday on a four-day visit to discuss bilateral trade and investment between the two countries.

Meanwhile, in a separate development, Khan met with Taskeen Ahmed, president of the Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI), at the chamber's office in Dhaka yesterday.

During the meeting, the Pakistani minister said the two countries have significant potential to work together in diversifying their export baskets to capture major markets in Europe, Canada, and the United States.

He noted that both countries currently rely heavily on the apparel and textile sectors for exports.

He pointed out that in Europe, Canada, and even in the United States, demand for reused clothing has recently surged and is gaining popularity.

Entrepreneurs from both Pakistan and Bangladesh, he suggested, could collaborate to tap into this growing market.

He also announced that a "Single Country Exhibition" of Pakistani products will soon be organised in Bangladesh to strengthen private-sector ties between the two nations.

22 AUG 2025 The Daily Star

# Govt keen to finalise free trade zone decision by Dec

## An economist questions need before fully utilising existing EPZs, SEZ

JAGARAN CHAKMA

The government is showing interest in setting up the country's first free trade zone (FTZ) in the southern coastal region, aiming to attract more foreign investment and create jobs.

A national committee is now working on the feasibility of the project, and Bangladesh Investment Development Authority (Bida) Executive Chairman Ashik Chowdhury said they want to finalise the decision by December this year.

Meanwhile, some economists have questioned the rationale for a new FTZ, pointing out that export processing zones (EPZs) and a special economic zone (SEZ) already offer many of the same benefits, including duty-free imports of raw materials.

"...we are going to build another without completing the existing ones," said Zahid Hussain, former lead economist at the World Bank's Dhaka office.

He added that it would be fair to comment fully on the FTZ once complete details are available. The national committee is expected to submit its proposal by the end of this month.

Normally, imported goods attract government taxes. Within an FTZ, however, companies can import, store, and manufacture products without paying duties immediately. This reduces costs, speeds up production, and allows goods to be exported with less bureaucracy.

Businesses save money by running in FTZs, which encourages them to establish factories and offices, creating jobs in the process. American multinational Apple uses similar zones in China to manufacture iPhones before shipping them worldwide.

Setting up an FTZ in the country was first raised at the Bangladesh Investment

**DETAILS OF EPZs UNDER BEPZA**
(As of July, 2025)

| EPZs | Number of factories | Investment ($m) | Export ($m) | Employment |
|---|---|---|---|---|
| CEPZ | 144 | 2,197.66 | 45,252.82 | 178,023 |
| DEPZ | 83 | 1,868.01 | 38,016.76 | 83,997 |
| AEPZ | 49 | 810.61 | 9,956.37 | 74,851 |
| CUMEPZ | 48 | 617.35 | 7,248.06 | 50,213 |
| KEPZ | 39 | 764.42 | 12,875.57 | 75,562 |
| IEPZ | 25 | 276.14 | 2,042.11 | 19,203 |
| MEPZ | 35 | 248.62 | 1,428.39 | 12,742 |
| UEPZ | 26 | 273.14 | 2,949.55 | 32,978 |
| BEPZA EZ | 4 | 58.38 | 14.20 | 3,737 |
| Total | 453 | 7,114.33 | 119,783.54 | 531,306 |

Following the summit, the government formed a national committee to look into the issues of establishing a free trade zone.

Ashik Chowdhury said the committee is expected to submit its proposal by the end of this month, with decisions finalised before the year ends.

"The national committee preparing the proposal will ultimately decide the site of the zone. But we are committed to completing the decisions by this year," he told The Daily Star.

The panel includes representatives from the Bangladesh Economic Zones Authority (Beza), the commerce and industries ministries, the Economic Relations Division, the National Board of Revenue, Chattogram Port Authority, and Bida.

It is tasked with reviewing existing laws, including the Bangladesh Economic Zones Act and the Customs Act, and will require regulatory alignment and a strategic location. We are confident in making significant progress soon."

**WHAT MAKES THE FTZ DIFFERENT**

Former World Bank economist Zahid Hussain said, "We already have export processing zones and these are sort of free trade areas."

Besides, Bangladesh provides special bonded warehouse facilities for exporters to import raw materials and intermediate goods duty-free.

"We are also establishing special economic zones where there are facilities for investors," he said. "The problem is that we are now building a new one without completing the existing ones."

However, Ashik Chowdhury said the FTZ is about more than infrastructure. "The FTZ and associated projects are not just about construction. They are about enabling long-term competitiveness and export diversification. For investors,

details are available. The national committee is expected to submit its proposal by the end of this month.

Normally, imported goods attract government taxes. Within an FTZ, however, companies can import, store, and manufacture products without paying duties immediately. This reduces costs, speeds up production, and allows goods to be exported with less bureaucracy.

Businesses save money by running in FTZs, which encourages them to establish factories and offices, creating jobs in the process. American multinational Apple uses similar zones in China to manufacture iPhones before shipping them worldwide.

Setting up an FTZ in the country was first raised at the Bangladesh Investment Summit in April, where policymakers and business leaders highlighted the need to modernise trade infrastructure and establish investor-friendly zones near ports and economic corridors.

zone.

Ashik Chowdhury said the committee is expected to submit its proposal by the end of this month, with decisions finalised before the year ends.

"The national committee preparing the proposal will ultimately decide the site of the zone. But we are committed to completing the decisions by this year," he told The Daily Star.

The panel includes representatives from the Bangladesh Economic Zones Authority (Beza), the commerce and industries ministries, the Economic Relations Division, the National Board of Revenue, Chattogram Port Authority, and Bida.

It is tasked with reviewing existing laws, including the Bangladesh Economic Zones Act and the Customs Act, and recommending amendments or new regulations to establish an FTZ.

Chowdhury said the committee is focusing on aligning policies and choosing a suitable location. "The FTZ

## WHAT MAKES THE FTZ DIFFERENT

Former World Bank economist Zahid Hussain said, "We already have export processing zones and these are sort of free trade areas."

Besides, Bangladesh provides special bonded warehouse facilities for exporters to import raw materials and intermediate goods duty-free.

"We are also establishing special economic zones where there are facilities for investors," he said. "The problem is that we are now building a new one without completing the existing ones."

However, Ashik Chowdhury said the FTZ is about more than infrastructure. "The FTZ and associated projects are not just about construction. They are about enabling long-term competitiveness and export diversification. For investors, predictability and inter-agency coordination are critical."

Fahmida Khatun, executive director at local think tank Centre for Policy Dialogue (CPD), welcomed the FTZ initiative, calling it timely for accelerating industrial growth, attracting investment, and improving trade logistics.

She said Chattogram, with its established port and industrial base, stands out as the most viable location.

"An FTZ can help boost exports, create employment opportunities, and eventually position Chattogram as a regional trade gateway," she said.

Khatun added that global experience shows FTZs succeed when backed by strong policies and infrastructure. Chattogram's proximity to Southeast Asian trade routes and its transport facilities give it a clear advantage, especially given the country's limited airport space and storage capacity.

She said implementation must take environmental and social safeguards into account, especially regarding land acquisition.

"If designed and executed properly, the FTZ can serve as a powerful catalyst for export diversification, employment generation, and deeper integration into the global economy. It represents a key opportunity for Bangladesh, particularly as it approaches graduation from LDC status in a rapidly evolving global trade environment," added the economist.

## GLOBAL FTZ EXPERIENCE VARIES

Local businesses have broadly welcomed the FTZ move, though outcomes vary internationally.

Asif Ibrahim, former chairperson of Business Initiative Leading Development (BUILD), said China's zones, such as Shenzhen, were highly successful, while many in Africa and Latin America struggled.

He noted that FTZs can boost growth by attracting foreign investment, streamlining trade, and improving infrastructure. They often drive exports, create jobs, support technology transfer, and enhance skills, while also strengthening port and road networks.

However, Ibrahim warned of potential setbacks, including weak links with local industries, lost tax revenue, and poor labour and environmental standards.

Zaved Akhter, president of the Foreign Investors' Chamber of Commerce and Industry (FICCI), called the FTZ decision positive for foreign investment.

"Establishing a free trade zone creates a more favourable investment climate by offering facilities such as duty exemptions and tax incentives," he said. "However, for this to be truly effective, a clear and specific policy framework must be put in place to guide its implementation."

He added that location is crucial. Sites near seaports are more attractive to investors, reducing logistics costs and enhancing export competitiveness.

Mohammad Abdur Razzaque, chairman of Research and Policy Integration for Development (RAPID), said that Bangladesh faces challenges as the global trade order shifts.

"As major economies roll out subsidies and restructure supply chains, Bangladesh finds itself constrained," said Razzaque. "Our trade regime remains highly protectionist, and unlike advanced economies, we lack the fiscal space to support industries through large-scale incentive packages."

He stressed the urgency as Bangladesh nears graduation from least developed country status. "If we keep delaying reforms, Bangladesh could fall behind as global trade becomes more divided."

The Financial Express

22 AUG 2025

# Swiss exports fall before huge US tariff

ZURICH, Aug 21 (AFP): Swiss global exports fell in July but those to the United States rose slightly before President Donald Trump imposed huge tariffs on the Alpine country, official figures showed Thursday.

Exports, the wealthy country's economic engine, fell 2.7 per cent last month, dragged down by a 6.8-per cent drop in shipments of pharmaceutical and chemical goods, according to customs data.

Swiss exports to the United States rose 1.1 per cent in July, but it was a sharp slowdown from a 25 per cent increase in June, the data showed.

The Financial Express

2 2 AUG 2025

# Pakistan keen to strengthen trade ties with BD

## Calls for FTA and improved connectivity

**FE REPORT**

**An interactive meeting between Pakistan's Federal Minister for Commerce Jam Kamal Khan and Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) President Taskeen Ahmed was held at the trade body's Motijheel office in Dhaka on Thursday.**

Pakistan has expressed keen interest in boosting bilateral trade with Bangladesh for mutual benefit, highlighting opportunities for closer economic cooperation between the two countries.

The announcement came during an interactive meeting between Pakistan's Federal Minister for Commerce Jam Kamal Khan and Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) President Taskeen Ahmed at the trade body's Motijheel office in Dhaka on Thursday.

Highlighting areas of cooperation, Pakistan's minister Jam Kamal Khan said both countries rely heavily on apparel and textile exports and stressed the need to diversify products to access new markets.

"Recently, there has been a surge in demand for re-used clothes in Europe, Canada, and the United States. Entrepreneurs from both countries can collaborate to explore this growing market."

The minister highlighted opportunities to expand exports to Africa, East Africa, and Central Asia, suggesting Bangladesh could import cement, sugar, footwear, and leather from Pakistan, while Pakistan could benefit from Bangladesh's pharmaceutical expertise.

"Exchange of knowledge in pharmaceuticals and adoption of new technologies in agriculture will allow both countries to tap into the billion-dollar global market," he added.

The Pakistan minister further announced that a single country exhibition of Pakistani products would soon be organised in Bangladesh to strengthen private sector ties between the two nations.

Welcoming the Pakistani delegation, DCCI President Taskeen Ahmed highlighted the shared cultural, culinary, and lifestyle similarities between the peoples of Bangladesh and Pakistan.

"Pakistan's textiles and jewellery products enjoy strong demand in Bangladesh," he said.

Mr Ahmed also reiterated the private sector's longstanding call for a Free Trade Agreement (FTA) with Pakistan to further expand bilateral trade.

He urged the authorities to consider launching direct passenger and cargo flights to enhance business connectivity between the two countries.

The meeting was attended by Pakistan High Commissioner to Bangladesh Imran Haider, DCCI Senior Vice President Razeev H Chowdhury, Vice President Md Salem Sulaiman, members of the board of directors, and senior officials of the Pakistan High Commission in Bangladesh.

*talhabinhahib@yahoo.com*